Phone No : 0381-3562392

TRIPURA STATE COMMISSION FOR WOMEN

Tripura Commission For Women

Melarmath, Agartala, West Tripura, PIN - 799001
e-mail : tripuracommissionforwomen@gmail.com
Website : www.tcw.tripura.gov.in

সত্যভাষণ

Date :....30-8-23

মহিলারা আত্মনির্ভর হলে সমাজে অপরাধ কমবে ঃ মন্ত্রী

সত্যভাষণ প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ আগস্ট ঃ রাজ্য সরকার মহিলাদের স্বনির্ভর করে তুলতে বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছে। মহিলারা আত্মনির্ভর হলে সমাজে নারীদের উপর অত্যাচার তথা অপরাধ কমবে। রাজ্য সরকার বছরে বিভিন্ন স্বসহায়ক দলকে ৬০০ কোটি টাকার ওপর ঋণ দেওয়া হয়েছে। আজ মঙ্গলবার আগরতলায় প্রজ্ঞা ভবনের ১ নম্বর হল-এ ত্রিপুরা মহিলা কমিশনের উদ্যোগে এবং জাতীয় মহিলা কমিশনের সহযোগিতায় আয়োজিত একদিনের রাজ্যভিত্তিক আলোচনাচক্রের উদ্বোধন করে এ কথা বলেন রাজ্যের সমাজকল্যাণ ও সমাজ শিক্ষামন্ত্রী টিংকু রায়। আলোচনাচক্রের বিষয় ছিল মহিলা থানার কাজ, দক্ষতা ও কার্যপ্রণালী। মন্ত্রী টিংকু রায় আরও বলেন, মহিলাদের ওপর সংঘটিত অপরাধ হ্রাস করার জন্য সম্মিলিত প্রচেষ্টা প্রয়োজন। মহিলা থানার সংখ্যা বাড়ালেই অপরাধ কমবে না। এজন্য চাই জনসচেতনতা। জনসচেতনতা তৈরিতে পুলিশ ও ত্রিপুরা মহিলা কমিশনের মধ্যে সমন্বয় থাকতে হবে। তিনি জানান, রাজ্যের মহিলাদের আর্থ-সামাজিক মানোন্নয়নে সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দফতর নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। মহিলাদের গার্হস্থ্য হিংসা প্রতিরোধে ওয়ান স্টপ সেন্টার চালু করা হয়েছে। বর্তমান সরকার রাজ্যের মহিলাদের স্বনির্ভর করে তোলার উপর অগ্রাধিকার দিয়েছে।

রাধাকৃষ্ণ
SINCE 1964
অফারটি শুধুমাত্র ১ - ৯ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত প্রযোজ্য
সবার আগে আসুন

প্রসঙ্গত, অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ত্রিপুরা মহিলা কমিশনের

—দুইয়ের পাতায় দেখুন

আত্মনির্ভর হলে সমাজে অপরাধ কমবে ঃ মন্ত্রী

প্রথম পাতার পর — চেয়ারপার্সন বর্ণালী গোস্বামী। তিনি বলেন, রাজ্যে মহিলাদের ওপর সংঘটিত অপরাধ হ্রাস করতে মহিলা থানা ও ত্রিপুরা মহিলা কমিশনকে একসাথে কাজ করতে হবে।

অনুষ্ঠানে আইজিপি গোপালকৃষ্ণ রাও এ ধরনের আলোচনাচক্রের আয়োজন করায় ত্রিপুরা মহিলা কমিশনকে ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, বর্তমানে রাজ্যে নয়টি মহিলা থানা ছাড়াও ৮১টি পুলিশ স্টেশনে উইমেন হেল্প ডেস্ক রয়েছে। পুলিশের প্রয়াস কর্মসূচি অব্যাহত রয়েছে।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য পেশ করেছেন ত্রিপুরা মহিলা কমিশনের সদস্যসচিব তথা সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দফতরের যুগ্ম-অধিকর্তা ড. চন্দ্রানী বিশ্বাস। উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা মহিলা কমিশনের ভাইস চেয়ার পার্সন অস্মিতা বণিক, সদস্যাগণ, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার নির্দেশ দেব সহ টিএসআর, ক্রাইম ব্রাঞ্চ, স্পেশাল ব্রাঞ্চ, পুলিশ হেড কোয়ার্টারের জওয়ানরা। দ্বিতীয় পর্যায়ে আয়োজিত হয় টেকনিক্যাল সেশন। টেকনিক্যাল সেশনে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন ত্রিপুরা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর ড. অঞ্জনা ভট্টাচার্য, ত্রিপুরা ফরেনসিক ল্যাবরেটোরির ডাক্তার এইচ পতিহারি, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার প্রিয়া মাধুরী মজুমদার, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার নির্দেশ দেব এবং ত্রিপুরা সরকারি আইন কলেজের সহকারী অধ্যাপক স্বপন দেববর্মা।

TRIPURA STATE COMMISSION FOR WOMEN

Phone No : 0381-3562392

Tripura Commission For Women

Melarmath, Agartala, West Tripura, PIN - 799001
e-mail : tripuracommissionforwomen@gmail.com
Website : www.tcw.tripura.gov.in

আজকের সংবাদ

30-8-23

দক্ষতা বাড়াতে রাজ্য মহিলা কমিশনের কর্মশালা অনুষ্ঠিত

নিজস্ব ফরিয়াদ, স্টাফ রিপোর্টার, ২৯ আগস্ট ঃ রাজ্যের মহিলা পুলিশদের মহিলা সংক্রান্ত অপরাধের ক্ষেত্রে আরও সহানুভূতিশীল করার লক্ষ্যে আগরতলা প্রজ্ঞা ভবনে অনুষ্ঠিত হল এক কর্মশালা। এদিনের এই কর্মশালার উদ্যোক্তা ছিল রাজ্য মহিলা কমিশন। এই কর্মশালায় রাজ্যের সবগুলি মহিলা থানার প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। আনুষ্ঠানিকভাবেএদিন প্রজ্ঞা ভবনে এই কর্মশালার উদ্বোধন হয় মন্ত্রী টিংকু রায়ের হাত ধরে। পরে এই কর্মশালার উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে মহিলা কমিশনের চেয়ারপারসন বর্ণালী গোস্বামী বলেন , রাজ্যের মহিলা থানার আধিকারিকদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্যই এদিনের এই কর্মশালার আয়োজন। বর্ণালী গোস্বামী বলেন, মহিলারা, থানায় এসে অভিযোগ করতে অনেক সময় সহযোগিতার অভাবে পিছিয়ে যান। যার কারণে তারা এফআইআর করতে পারেন না। ফলে অপরাধীরা প্রশ্রয় পেয়ে যায়। কিন্তু অভিযোগকারীনি মহিলাদের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ করে তাদের সমস্যা সমাধান করা সম্ভব। কিভাবে তাদের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ ভাবে মেশা যায় এবং তাদের সমস্যার সমাধান করা যায় সে বিষয়ে এদিন আলোচনা হয়েছে এই কর্মশালায়। তিনি জানান,যেসব মহিলারা থানায় এফ আই আর করতে আসেন তাদের এফ আই আর যাতে ঠিক ঠাক ভাবে লেখা হয় এবং মহিলা অভিযোগকারিনীদের ভয় দূর করতে কী ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া দরকার সে নিয়েও এদিন আলোচনা হয়েছে কর্মশালায়। তিনি বলেন, অভিযোগকারিনী মহিলার সঙ্গে কোন ধরনের অপ্রীতিকর অবস্থা সৃষ্টি না করে তাকে কিভাবে মানসিকভাবে সাহস জোগানো সম্ভব এই বিষয়টি নিয়ে এদিন কর্মশালায় জোর দেওয়া হয়েছে। এই কর্মশালা থেকে শিক্ষা নিয়ে আগামী দিনে মহিলা থানার পুলিশরা প্রকৃত ভিক্টিমদের বিচার পাইয়ে দিতে এক নতুন দিশা পাবে এমনটাই অভিমত রাজ্য মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন বর্ণালী গোস্বামীর। অপরদিকে বক্তব্য রাখতে গিয়ে রাজ্যের ক্রীড়া ও যুব বিষয়ক দফতরের মন্ত্রী টিংকু রায় জানিয়েছেন সরকারি কর্মী এবং সাধারণ মানুষ একসঙ্গে এগিয়ে আসলে রাজ্যের সার্বিক উন্নয়ন সম্ভব। বর্তমান সময়ে প্রতি জেলায় একের পর এক মহিলা থানা তৈরি হয়েছে। তবে থানার সংখ্যা বাড়লেই অপরাধ কমবে এমন কিন্তু নয়। পৃথিবীতে এমন অনেক ঘটনা আছে সংখ্যা-সময় বৃদ্ধি পেলেই সমাধান হয় না। অপরাধ কিভাবে কমানো যাবে তা নিয়ে আলোচনা করতে হবে , ভাবতে হবে। মন্ত্রী আরও বলেন, অপরাধ হলেই সেই অপরাধের বিচার হয়ে যাবে সেটা কখনোই সম্ভব নয়। প্রত্যেকটি অপরাধেই নির্দিষ্ট সময়ে তদন্ত সাপেক্ষে পদক্ষেপ নিতে হবে পুলিশকে। তৎক্ষণাৎ অপরাধের সংখ্যা কমিয়ে ফেলা যাবে এ কথা ভাবলে কোনদিন অপরাধ কম হবে না।

মঙ্গলবার প্রজ্ঞভবনে ত্রিপুরা মহিলা কমিশন দ্বারা আয়োজিত মহিলা থানার কাজ, দক্ষতা এবং কার্যকারিতা নিয়ে একটি আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী টিঙ্কু রায়।

Phone No : 0381-3562392

Tripura Commission For Women

Melarmath, Agartala, West Tripura, PIN - 799001
e-mail : tripuracommissionforwomen@gmail.com
Website : www.tcw.tripura.gov.in

প্রতিবাদী কলম

Ref. No.....

30-8-23

ওয়ার্কশপ অন উইমেন অব মহিলা থানা

প্রেস রিলিজ, আগরতলা, ২৯ আগস্ট।। মহিলাদের উপর সংঘটিত অপরাধ হ্রাস করার জন্য সম্মিলিত প্রচেষ্টা প্রয়োজন। মহিলা থানার সংখ্যা বাড়ালেই অপরাধ কমবে না এজন্য চাই জনসচেতনতা। জনসচেতনতা তৈরিতে পুলিশ ও ত্রিপুরা মহিলা কমিশনের মধ্যে সমন্বয় থাকতে হবে। আজ প্রজ্ঞাভবনের ১নং হলে ত্রিপুরা মহিলা কমিশনের উদ্যোগে এবং জাতীয় মহিলা কমিশনের সহযোগিতায় আয়োজিত একদিনের রাজ্যভিত্তিক আলোচনাচক্রের উদ্বোধন করে সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষামন্ত্রী টিংকু রায় একথা বলেন। আলোচনাচক্রের বিষয় ছিল মহিলা থানার কাজ, দক্ষতা ও কার্যপ্রণালী। অনুষ্ঠানে সমাজকল্যাণমন্ত্রী বলেন, রাজ্যের মহিলাদের আর্থসামাজিক মান উন্নয়নে সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তর নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। মহিলাদের গার্হস্থ্য হিংসা প্রতিরোধে ওয়ান স্টপ সেন্টার চালু করা হয়েছে। বর্তমান সরকার রাজ্যের মহিলাদের স্বনির্ভর করে তোলার উপর অগ্রাধিকার দিয়েছে। মহিলারা স্বাবলম্বী ও আত্মনির্ভর হলে অপরাধ অনেকটাই কমে যাবে। এ লক্ষ্যে গত ৫ বছরে বিভিন্ন স্বসহায়কদলকে ৬০০ কোটি টাকার উপর ঋণ দেওয়া হয়েছে। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ত্রিপুরা মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন বর্ণালী গোস্বামী। তিনি বলেন, রাজ্যে মহিলাদের উপর সংঘটিত অপরাধ হ্রাস করতে মহিলা থানা ও ত্রিপুরা মহিলা কমিশনকে এক সাথে কাজ করতে হবে। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির ভাষণে আইজিপি গোপাল কৃষ্ণ রাও এ ধরনের আলোচনাচক্রের আয়োজন করায় ত্রিপুরা মহিলা কমিশনকে ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, বর্তমানে রাজ্যে ৯টি মহিলা থানা ছাড়াও ৮১টি পুলিশ স্টেশনে উইমেন হেল্প ডেস্ক রয়েছে। পুলিশের প্রয়াস কর্মসূচি অব্যাহত রয়েছে।

Phone No : 0381-3562392

COMMISSION TRIPURA STATE FOR WOMEN

Tripura Commission For Women

Melarmath, Agartala, West Tripura, PIN - 799001
e-mail : tripuracommissionforwomen@gmail.com
Website : www.tcw.tripura.gov.in

স্যন্দন পত্রিকা

Ref. No. ... Date : 30-8-23

মহিলা সংক্রান্ত অপরাধ হ্রাসে সম্মিলিত প্রচেষ্টা প্রয়োজন ঃ মন্ত্রী

আগরতলা, ২৯ আগস্ট।। মহিলাদের উপর সংঘটিত অপরাধ হ্রাস করার জন্য সম্মিলিত প্রচেষ্টা প্রয়োজন। মহিলা থানার সংখ্যা বাড়ালেই অপরাধ কমবে না। এজন্য চাই জনসচেতনতা। জনসচেতনতা তৈরিতে পুলিশ ও ত্রিপুরা মহিলা কমিশনের মধ্যে সমন্বয় থাকতে হবে। মঙ্গলবার প্রজ্ঞাভবনের ১নং হলে ত্রিপুরা মহিলা কমিশনের উদ্যোগে এবং জাতীয় মহিলা কমিশনের সহযোগিতায় আয়োজিত একদিনের রাজ্যভিত্তিক আলোচনাচক্রের উদ্বোধন করে সমাজকল্যাণ সমাজশিক্ষামন্ত্রী টিংকু রায় একথা বলেন। আলোচনাচক্রের বিষয় ছিল মহিলা থানার কাজ, দক্ষতা ও কার্যপ্রণালী। অনুষ্ঠানে সমাজকল্যাণমন্ত্রী বলেন, রাজ্যের মহিলাদের আর্থসামাজিক মান উন্নয়নে সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তর নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। মহিলাদের গার্হস্থ্য হিংসা প্রতিরোধে ওয়ান স্টপ সেন্টার চালু করা হয়েছে। বর্তমান সরকার রাজ্যের মহিলাদের স্বনির্ভর করে তোলার উপর অগ্রাধিকার দিয়েছে। মহিলারা স্বাবলম্বী ও আত্মনির্ভর হলে অপরাধ অনেকটাই কমে যাবে। এলক্ষ্যে গত ৫ বছরে বিভিন্ন স্বসহায়ক দলকে ৬০০ কোটি টাকার উপর ঋণ দেওয়া হয়েছে। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ত্রিপুরা মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন বর্ণালী গোস্বামী। তিনি বলেন, রাজ্যে মহিলাদের উপর সংঘটিত অপরাধ হ্রাস করতে মহিলা থানা ও ত্রিপুরা মহিলা কমিশনকে একসাথে কাজ করতে হবে। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির ভাষণে আইজিপি গোপাল কৃষ্ণ রাও এ ধরনের আলোচনাচক্রের আয়োজন করায় ত্রিপুরা মহিলা কমিশনকে ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, বর্তমানে রাজ্যে ৯টি মহিলা থানা ছাড়াও ৮১টি পুলিশ স্টেশনে উইমেন হেল্প ডেস্ক রয়েছে। পুলিশের প্রয়াস কর্মসূচি অব্যাহত রয়েছে।